সংবাদ

তারিখ ... 25 APR 2017
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ৩

পাবিপ্রবি'র এডহক নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করে রুল জারি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক একাউটে (অর্থ ও হিসাব দপ্তর) পদে পুনরায় এডহক ভিত্তিতে নিয়োগের উপর ৬ মাসের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে উচ্চ আদালত। আদালত বিতর্কিত এই এডহক নিয়োগ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না মর্মে ৪ সপ্তাহের মধ্যে জবাব প্রদানের আদেশ দিয়েছেন। পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক একাউন্টস মো. শাহান শাহ রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতি কাজী রেজাউল হক এবং বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহ'র সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ নিষেধাজ্ঞার আদেশটি প্রদান করে গত ৯ এপ্রিল। আদালত মামলার বাদী মো. শাহান শাহ'র আবেদনের পক্ষে রায় প্রদান করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যলয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, ভাইস চ্যান্সেলর পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ড. আল নকীব চৌধুরী), অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার-পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব বিদ্যালয় এবং পরিচালক অর্থ ও হিসাব দপ্তর মি. মিন্টু কুমার বিষ্ণুকে উক্ত আদেশ প্রদান করেছেন।

উল্লেখ্য, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা মিন্টু কুমার বিষ্ণুকে ২০১৪-এর ২০ আগস্ট এডহক ভিত্তিতে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক অর্থ পদে নিয়োগ প্রদান করেন বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর ড. আল নকীব চৌধুরী। তিনি যোগদান করেন ২০ অক্টোবর। এতে সংক্ষুব্ধ হন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী কর্মকর্তা অতিরিক্ত পরিচালক মো.শাহান শাহ এবং উক্ত বিভাগের কর্মচারিবৃন্দ। সকলের পক্ষে মো. শাহান শাহ উচ্চ আদালতে রীট পিটিশন করেন। মিন্টু কুমার বিষ্ণুকে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এডহক নিয়োগ দেয়ার পর অর্থ দপ্তরের সকল কর্মকাণ্ড দেখভাল করেন।

মিন্টু কুমার বিষ্ণু এডহক নিয়োগপত্র পেয়ে লিয়েনে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডেপুটেশনে আসলেও চলতি বছর পোষ্য কোঠায় তার ছেলে ফার্মেসি বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

উল্লেখ্য মেধা কোঠায় ভর্তির সুযোগ না পাওয়ার পর বিশেষ সভা করে এই পোষ্য কোঠায় তাকে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। পোষ্য কোটা স্থায়ী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। লিয়েনে থাকা কোন অস্থায়ী (এডহক) কর্মচারির জন্য এই সুযোগ যথার্থ নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে এখানে আইনটি অনুসরণ করা হয়নি।

মিন্টু কুমার বিষ্ণুর বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ : মিন্টু কুমার বিষ্ণুর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে শিক্ষা সহায়তা ভাতা গ্রহণের ক্ষেত্রে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৫ ডিসেম্বর'২০১৫ জারিকৃত এস আর ও নং ৩৬৯ আইন/২০১৫ অনুসারে সকল সরকারি কর্মচারীর জন্য সন্তান প্রতিমাসে পাঁচ'শ টাকা হরে অনধিক ২ সন্তানের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা শিক্ষা সহায়ক ভাতা পাবেন। তবে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সরকারি কর্মচারী হলে সন্তান সংখ্যা যে কোন একজনের ক্ষেত্রেই গণনা করে ভাতার পরিমাণ নির্ধরিণ করতে হবে। সরকারের এই আদেশ অমান্য করে অনৈতিকভাবে মিন্টু কুমার বিষ্ণু ও তার স্ত্রী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি পরিচালক চন্দনা রাণী দাস দুই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রতিমাসে এক হাজার টাকা করে শিক্ষা সহায়তাভাতা গ্রহণ করেছেন। ২ বছর পাঁচ মাস অর্থাৎ (২৯ মাস) তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দুই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শিক্ষা সহায়তা ভাতা উত্তোলন করেছেন। সর্বশেষ গত ফেব্রুয়ারি মাসের হিসাবে দেখা যায় মিন্টু কুমার বিষ্ণু শিক্ষাসহায়তা ভাতা বাবদ এক হাজার টাকা উত্তোলন করেছেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। একই মাসে তার স্ত্রী চন্দনা রাণী দাস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক হাজার টাকা উত্তোলন করেছেন, এমন নথি পত্র এই প্রতিবেদকের কাছে রয়েছে।

উভয় প্রতিষ্ঠান থেকে এভাবে শিক্ষা সহায়তা ভাতা উত্তোলন করা হলে তা সরকারি অর্থ আত্মসাত বলে গণ্য হয়ে থাকে।